১. সমাজদর্শনের স্বরূপ (Nature of Social Philosophy) ব্যাখ্যা করো।

সমাজদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গিন্সবার্গ দুটি মুখ্য দিকের উল্লেখ করেছেন- (১) বৈচারিক বা যৌক্তিক (Critical or logical) এবং (২) গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক (Constructive or synthetic)। সমাজদর্শনের বৈচারিক দিকটিতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির (Social Sciences) পদ্ধতি ও সূত্রসমূহের বৈধতা ও সত্যতা বিচার করা হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করে, তাদের যুক্তিযুক্ততা বা সত্যতা বিচার করাই হল এই দিকটির প্রধান কাজ। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ কি নির্দিষ্ট কতকগুলিসমাজদর্শন বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অথবা মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকার জন্য, সামাজিক কোনো নিয়মই কি সার্বিক ও চিরস্থায়ী হতে পারে না?- এজাতীয় প্রশ্ন নিয়ে সমাজদর্শনের এই দিকটি (বৈচারিক দিকটি) আলোচনা করে। সমাজদর্শনের দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ গঠনমূলক দিকটির প্রধান কাজ হল, সামাজিক আদর্শের সত্যতা বিচার করা, নৈতিক মূল্যের (ethical values) দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাগুলির আলোচনা ও বিচার করা।

গিসবার্ট বলেন যে, 'সমাজদর্শন নামটাই নির্দেশ করে যে, সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র এবং সেজন্য সমাজদর্শনকে জ্ঞানের উভয় শাখারই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে'।' গিন্সবার্গের ন্যায় গিলবার্ট ও বলেন যে, সমাজদর্শন প্রথমত বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মৌল নীতি ও ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং দ্বিতীয়ত কোন (নৈতিক) আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্যায়ন বা মূল্য-বিচার করে। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,গিলবার্টের মতে, সমাজদর্শনের দুটি দিক আছেঃ (১) জ্ঞানগতদিক (epistemological aspect) ও (২) মূল্যসূচক বা আদর্শমূলকদিক (axiological aspect)। সমাজ-জীবনের মৌলনীতি ও ধারণার আলোচনাই জ্ঞানগত দিকটির প্রধান কাজ, আর ঐসব নীতি ও প্রত্যয়সমূহের সত্যতা নির্ধারণ মূল্যসূচক দিকটির কাজ।

সমাজদর্শনের জ্ঞানগত আবার তিনটি বিভাগ আছেঃ (ক) তাত্ত্বিক দিক (ontologi cal aspect), (খ) সমালোচনামূলক দিক (criterio-logical aspect) ও (গ) সমন্বয়মূলক দিক (synthetic aspect)। সমাজজীবনের প্রধান প্রধান নিয়ম ও ধারণাগুলির আলোচনা ও তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করাই হচ্ছে সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক কাজ। যেমন- 'মানুষ', 'সমাজ', 'ন্যায়পরায়ণতা', 'সুখ' বা 'আনন্দ' ইত্যাদি প্রত্যয়ের আলোচনা ও তাদের অর্থ স্পষ্টীকরণই তাত্ত্বিক কাজ। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকার্যসত্য, মৌল নিয়ম ও বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা নির্ধারণ হচ্ছে সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক কাজ; আর সমাজদর্শনের সমন্বয়মূলক কাজ হল, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তের সমন্বয়সাধন করা। অবশ্য সমাজতত্ত্বেও (Sociology) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়; কিন্তু ঐ সমন্বয় সমাজদর্শনের পর্যায়ের সমন্বয় নয়। সমাজতত্ত্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়, আর সমাজদর্শনে তা করা হয় উচ্চতর আদর্শ

বা মূল্যের বিচারে। তাই সমাজদর্শনের মূল্য সূচক দিকটির কাজ হল সমাজ জীবনের পরমূল্যকে নির্ধারণ করা এবং তাকে লাভ করার জন্য উপায় নির্ধারণ করা।